দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

5 DEC 1988
4 কলাম 3

এস এস সি পরীক্ষার সময় স[illegible]ল স্কুল বন্ধ রাখা অযৌক্তিক

কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষার সময় দেশের সব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কেন্দ্র না হলেও) বন্ধ করে দেয়। ফলে দেখা যায়, পরীক্ষার সময় উক্ত স্কুলগুলোর শিক্ষক ও ছাত্র পরীক্ষার কেন্দ্রে এসে ভিড় জমায়। যে সমস্ত স্কুল এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত বা মনোনিত হয় সেগুলি ছাড়া যদি অন্য সব স্কুল খোলা রাখা হয়, তাহলে আমাদের মনে হয় সেগুলোতে লেখাপড়া বেশী হত এবং দেশে নকলপ্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেত। ঐ সমস্ত স্কুল হতে হয়ত দু' একজনের এসএসসি পরীক্ষায় গার্ড পড়তে পারে। তাই বলে কি সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দিতে হবে? আমরা তাই এ বছর থেকে কেন্দ্রবিহীন স্কুলগুলো এসএসসি পরীক্ষার সময় খোলা রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছি।

সুকান্ত, আশীষ রিপন,
রুমি, তানভীর, অলকেশ,
মিতালী লাইব্রেরী,
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কতদিন?

যেতে চাই--তবু যেতে পারি না--তবু থেকে যেতে হয়। এই থেকে যাওয়া আর কতকাল আমাদের উপর চেপে থাকবে, তা আজ আমাদের কাছে অজানা। যেন এক অনিশ্চিত জীবনকে সামনে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমরা ১৯৮৩-১৯৮৪ সেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। নিয়ম অনুযায়ী আমাদের অনার্স পাস করার কথা ১৯৮৬ সালে। কিন্তু আজ ১৯৮৮ সাল শেষ হতে চলেছে, অথচ অনার্স পরীক্ষাও দিতে পারিনি। কবে হবে তাও জানি না। আর এই পরীক্ষা না হওয়ার পেছনে কাজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় দিনের পর দিন বন্ধ থাকা। এই বন্ধ হয়েছে কখনো স্থানীয় গ্রামবাসীর সাথে মারামারি করে, কখনো ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বেধে, কখনোবা সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপে। ঠিক তেমনিভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য। এবারের বন্ধের সূত্রপাত ১৭ই নভেম্বর দুই দল ছাত্র সংগঠনের মাঝে সংঘর্ষ বেধে। এতে মৃত্যুবরণ করে দুইজন ছাত্র। আর এই সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ৮৫-র এম, এ, ফাইনাল ও ২য় বর্ষের অনার্স পরীক্ষা। সেগুলিও বন্ধ হয়ে গেল। কবে আবার নতুন করে শুরু হবে তাও আজ অনিশ্চিত। তাই এত কিছুর পর এখ[illegible] আমরা বলতে চাই, আর অনিশ্চিত জীবন চাইনা--চাই সুন্দর জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনের প[illegible] দিন থাকতে চাই না, চাই সঠিক শিক্ষা। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতা দেখতে চাই না, চাই সন্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন।

কাজল নোহানী;
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি[illegible] নির্দিষ্ট করা হোক

এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণের দিন কাছাকাছি আসছে। ফরম পূরণের সময় হলেই ছাত্রছাত্রী তথা অভিভাবকদের টাকার অংক নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বেসরকারী স্কুলগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত পরীক্ষার ফিস আদায় করা হয়। তথাকথিত কোচিং ক্লাসের অজুহাতে প্রচুর টাকা দাবী করা হয়। যেখানে স্বাভাবিক ক্লাসই ঠিকমত হয় না সেখানে কোচিং ক্লাসের নাম করে দরিদ্র ছাত্রছাত্রী তথা অভিভাবকদের নিকট থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। মফস্বলেই তা বেশী ঘটে থাকে। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচী উপজেলার স্কুলগুলোতে গত বছর ৬৫০ টাকা করে পরীক্ষার ফিস আদায় করা হয়েছে। এ বছর ৭০০/- টাকা ধরা হবে বলে স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র এবং অনেক কষ্টের বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখায়। তারপর এ বছরের ভয়াবহ বন্যা সবাইকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এমতাবস্থায় এই ৬/৭ শ' টাকা করে ফিস ধার্য করলে দরিদ্র অভিভাবকগণ দারুণ অসুবিধায় পড়বেন। বোর্ড কর্তৃক যে নির্দিষ্ট একটা ফিস নির্ধারণ করা আছে সেটা অধিকাংশ বেসরকারী স্কুল কর্তৃপক্ষই মেনে চলে না। গ্রামের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফিসের কথা জানতেও পারে না। ২/১ জন যারা জানে তারাও প্রতিবাদ করতে যেয়ে আরও বিপদের সম্মুখীন হয়।

তাই এই মাত্রাতিরিক্ত অর্থদণ্ড থেকে দরিদ্র অভিভাবকদের রেহাই দেয়ার জন্য বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগে থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। নির্দিষ্ট ফি উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃক একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যায় যে, কোন স্কুল নির্ধারিত ফি'র চেয়ে বেশী টাকা আদায় করলে সেই স্কুলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য, এই ৬/৭ শ' টাকা নেয়ার জন্য কোন পে-ইন স্লিপ দেওয়া হয় না। তাই বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি, স্কুলের পরবর্তী ছয়মাসের বেতন, যেটা না দিলেই নয়, সেই বিবরণসহ একটা পে-ইন স্লিপ প্রতিটা ফরমের সাথে সরবরাহ করা হোক যার একাংশ অভিভাবকের নিকট, একাংশ স্কুলে এবং একাংশ বোর্ডে পাঠানো বাধ্যতামূলক হবে। তথাকথিত কোচিং ক্লাস বাতিল করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, কোচিং ক্লাস শিক্ষাদানের চেয়ে টাকা আদায়ের একটা বড় অজুহাত। যদি বাতিল না-ই করা যায় তবে ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হোক, তাতে করে যে ছাত্ররা সামর্থ ও সুযোগ মত কোচিং ক্লাস করবে ফিস দিবে, যে করবে না সে ফিস দিবে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গ্রামের দরিদ্র অভিভাবকগণ অহেতুক হয়রানি

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

ও অর্থদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

নিরঞ্জন কুমার রায়
ফিনান্স বিভাগ
৪২৪/ জগন্নাথ হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

258